

সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি প্রথম বাংলাদেশ টেলিভিশন কলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় রাউন্ডের আজকের অনুষ্ঠান

আপনাদের সাথে আছি আমি নাসিমা আক্তার যুথি

যে বিষয়টি নিয়ে আজ দুটো দলের মধ্যে বিতর্ক হবে তা হচ্ছে পরিবেশ বিপর্যয় মোকাবেলা এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বিষয়ের পক্ষে বলবে আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ ঢাকা বিষয়ের বিপক্ষে বলবে সরকারি কমার্স কলেজ চট্টগ্রাম প্রিয় দর্শক আমরা পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আজকের বিতর্কিকদের সাথে পক্ষ দল আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ ঢাকা এর বিতর্কিকরা হলেন কে এম সাইদুজ্জামান সাজিদ সৈয়দা তাহিয়াদ আহমেদ ও তাদের দল নেতা মোহাম্মদ ফেরদৌস খান নিপুন বিপক্ষ দল সরকারি কমার্স কলেজ চট্টগ্রাম এর বিতর্কিকরা হলেন ফারজানা রহমান হুমায়রা তাবাসসুম জেরিন ও তাদের দল নেতা সাদমান হোসেন তাসিন এবারে আমরা পরিচিত হব আজকের বিতর্ক প্রতিযোগিতার বিজ্ঞ বিচারক প্যানেলের সাথে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন প্রকৌশলী আনোয়ার পারভেজ শিল্পী জাতীয় টেলিভিশন বিতর্ক প্রতিযোগিতার প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন দলের দলনেতা এবং ফাইনালের শ্রেষ্ঠ বিতর্কিক আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ডক্টর লাকিফা জামাল অধ্যাপক রোবটিক্স এন্ড মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রাক্তন মডারেটর রোকেয়া হল ডিবেটিং ক্লাব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ডঃ মোহাম্মদ জামিল হোসেন সহযোগী অধ্যাপক ও মডারেটর কেমিস্ট্রি ডিবেটিং ক্লাব জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানিত বিচারকবৃন্দ বিতর্কিকদের যে সকল বিষয়ের উপর নম্বর প্রদান করবেন তা হলো উপস্থাপনা পাঁচ ভাষার ব্যবহার ও উচ্চারণ পাঁচ তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশনা দশ যুক্তির প্রয়োগ ও খন্ডন পাঁচ প্রিয় দর্শক সবশেষে আমরা পরিচিত হবো আমাদের আজকে বিতর্ক প্রতিযোগিতার সম্মানিত সভাপতির সাথে যিনি আমাদের মাঝে উপস্থিত থেকে সমগ্র বিতর্ক অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করবেন এবং বিতর্কের ফলাফল ঘোষণা করবেন আমাদের মাঝে সম্মানিত সভাপতি হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন অধ্যাপক ডক্টর এএসএম মাকসুদ কামাল ডিন আর্থ এন্ড ইনভারমেন্ট সাইন্স এর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবারে সম্মানিত সভাপতিকে আমি মঞ্চে এসে আসনগ্রহণ করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি সম্মানিত সভাপতি বিতর্ক অনুষ্ঠান টি শুরু পূর্বে আসুন আজকের বিতর্ক প্রতিযোগিতার নিয়ম গুলো জেনে নেই প্রত্যেক বক্তা তার বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য মোট পাঁচ মিনিট সময় পাবেন এক্ষেত্রে চতুর্থ মিনিটের সর্বকতা সংকেত এবং পঞ্চম মিনিটে চূড়ান্ত সংকেত দেয়া হবে এছাড়া প্রত্যেক দল থেকে তাদের দলনেতা তার যুক্তি খণ্ডনের জন্য অতিরিক্ত দুই মিনিট সময় পাবেন এক্ষেত্রে দেড় মিনিটের সর্বকতা সংকেত এবং দ্বিতীয় মিনিটে চূড়ান্ত সংকেত দেয়া হবে আমি এবারের আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতিকে বিতর্ক অনুষ্ঠান টি শুরু করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি সম্মানিত সভাপতি

আমি প্রথমেই পক্ষের প্রথম বক্তা কে এম সাজিদুজ্জামান সাজিদকে বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি

ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি আমাকে বক্তব্য প্রদানের সুযোগ দেয়ার জন্য কবি মাহমুদ মোস্তফার ভাষায় শুরু করছি হঠাৎ করে বৃষ্টি বাদল উল্টো উল্টো আবার খরা প্রয়োজনে বৃষ্টি-বাদল দেয় না যেন ধরা মাননীয় সভাপতি কবি কি মনে করে এই প্রেক্ষাপটে ধরার বৃষ্টি না দেয়ার কথা বলেছেন তা আমি সঠিক জানিনা তবে বর্তমান প্রেক্ষাপটের হঠাৎ এই বৃষ্টি এবং খরার মূল কারণ হলো পরিবেশ বিপর্যয় এমন একটি প্রেক্ষাপটে আজকের বিতর্কে যে বিষয়টি নির্ধারিত হয়েছে তা হলো পরিবেশ বিপর্যয় মোকাবেলা এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত কারণে এই বিষয়ের পক্ষে অবস্থান করছি মাননীয় সভাপতি বিষয়টি সংজ্ঞায়নের দাবি রাখে প্রথমেই চলে আসে সংজ্ঞায়নে পরিবেশ পরিবেশ বলতে আমরা সাধারণভাবে যা বুঝি তাহলো আমাদের চারপাশে যা কিছু রয়েছে তাই পরিবেশ মাননীয় স্পিকার তবে আজকে এই বিতর্কে আমরা প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান তথা মাটি পানি বায়ু ইত্যাদি নিয়ে কথা বলব দ্বিতীয়ত বিপর্যয় বিপর্যয় বলতে বোঝায় পরিবেশের এই উপাদানগুলোর স্বাভাবিক ভারসাম্যহীনতা যা মানুষ সহ অন্যান্য প্রাণীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা কে বিঘ্ন করে মোকাবেলা বলতে বোঝায় পরিবেশের বিপর্যয় গুলোকে প্রতিকার ও প্রতিরোধ করা এইবার চলে আসি মাননীয় সভাপতি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞায়নে শতাব্দীর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ মাননীয় সভাপতি শতাব্দীর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ একটি সমস্যা তখনই হয় যখন কিনা শেষ সেই সমস্যাটি সেই শতাব্দীতে সকল বিশ্বের জন্য সার্বজনীন হয় অর্থাৎ যেটি কিনা পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি করে এবং যা প্রতিরোধ বা প্রতিকার করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে অর্থাৎ মাননীয় সভাপতি পুরো বিতর্কে আজকে আমরা কি প্রমাণ করব আজকে পুরো বিতর্কে পক্ষ দল থেকে আমরা যেটি প্রমাণ করব তা হলো পরিবেশ বিপর্যয় যেটি কিনা বিগত শতাব্দীর তুলনায় একুশ একুশ শতকে অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে সেই পরিবেশ বিপর্যয় প্রতিরোধে এবং প্রতিকার করায় এ শতকের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ কেননা এটি সার্বজনীনভাবে সারা বিশ্বের মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে মাননীয় সভাপতি এখান থেকে বিপক্ষ দলকে যেটি দেখিয়ে যেতে হবে অন্য এমন কোনো সমস্যা যেটি এই শতকে অন্যান্য সকল দেশ শুধুমাত্র কোনো একটি জায়গা না পুরো বিশ্বের জন্য একসাথে হুমকির মুখে ফেলছে মাননীয় সভাপতি মাননীয় সভাপতি বিপক্ষ দল হয়তোবা আজকে

যেকোনো সমস্যা যেমন জঙ্গিবাদ বা আয় বৈষম্যের কথা বলতে পারেন তবে তার কোনোটিই সার্বজনীন নয় মাননীয় সভাপতি কেন এই যে যে সন্ত্রাসবাদ মাননীয় সভাপতি মধ্যপ্রাচ্যের সন্ত্রাসবাদের প্রচলন থাকলেও অনেক বেশি প্রচলিত থাকলেও মাননীয় সভাপতি পশ্চিমে ডেনমার্ক নরওয়ে এসকল অঞ্চলে এই সন্ত্রাসবাদ কোনভাবে সার্বজনীন নয় কেন ওই সকল ওই ডেনমার্ক নরওয়ের জায়গার মতো জায়গা গুলোতে সন্ত্রাসবাদ এতটাই কম যে সেখানকার জেলখানাগুলো এখন বন্ধ করে দেয়ার মত অবস্থা হয়েছে আবার আয় বৈষম্যের কথা দক্ষিণ এশিয়ার কথা চিন্তা করলে আমাদের এই দক্ষিণ এশিয়াতে আয়বৈষম্য অনেক বেশি হয় কিন্তু মাননীয় সভাপতি আপনি যদি উন্নতবিশ্বের কথা চিন্তা করেন সেখানে শতকরা আশি ভাগ মানুষই দরিদ্র সীমার উপরে অবস্থান করছে অর্থাৎ এর কোনোটি আয় বৈষম্যের মধ্যে পড়ে না এখন মাননীয় সভাপতি আমরা আমরা কেন এই পরিবেশ বিপর্যয় টাকেই সবচেয়ে বড় সমস্যা বলে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিষ্টি কারও এই পরিবেশ বিপর্যয় টা আমাদের সবচেয়ে মহামারি আকার ধারণ করেছে বর্তমান শতাব্দীতে তার মূল কারণ হল বর্তমান বিশ্বের শিল্পায়ন মাননীয় সভাপতি একুশ শতকে বিশ্বের প্রতিটি দেশই চায় তাদের নিজেদের সার্বিক উন্নয়ন ঘটাতে এবং তাদের নিজেদের সার্বিক উন্নয়ন ঘটানোর জন্য তারা তাদের শিল্পের অনেক বেশি উন্নয়ন ঘটানো এবং এর ফলে তারা বিভিন্ন শিল্প কারখানা গড়ে তুলছে মাননীয় সভাপতি এর ফলে কি হচ্ছে মাননীয় সভাপতি শিল্পকারখানাগুলো থেকে উৎপন্ন হচ্ছে বিপুল পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস মাননীয় সভাপতি পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতিবছর বিশ্বে তেত্রিশ বিলিয়ন টন কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস নির্গমন হচ্ছে যার পরিমাণ ক্রমাগত আরো বেড়েই চলেছে বায়ুমন্ডলে বর্তমানে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব চারশ পিপিএম যা বিগত আট হাজার বছরের তুলনায়ও বেশি বর্তমান বিশ্বের সর্বোচ্চ কার্বন-ডাই-অক্সাইড উৎপাদনকারী দেশ হল চায়না প্রায় পুরো বিশ্বের প্রায় এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয় চায়না থেকে মাননীয় সভাপতি এরপরে যে নাম গুলো রয়েছে সেগুলো হলো আমেরিকা ভারত ও রাশিয়ার নাম যারা যথাক্রমে পনেরো শতাংশ সাত শতাংশ পার্সেন্ট শতাংশ কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্নের জন্য দায়ী মাননীয় সভাপতি যখন আমরা শিল্প-সংস্কৃতির তৃতীয় ধাপের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি তখন কার্বন নিঃসরণ আমাদের জন্য একটা অনিবার্য কারণ হয়ে পড়েছে কেন মাননীয় সভাপতি প্রতি বাড়তি জনসংখ্যার চাহিদা যোগান দিতে বৃক্ষ নিধন ও আমাদের অনেক বেশি করতে হচ্ছে একই সাথে সকল সকল কারণে মাননীয় সভাপতি এ শিল্পকারখানাগুলো বন্ধ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে এসব কারণেই মূলত বিশ্বের ভবিষ্যতকে আমরা অনিশ্চয়তার মুখে ফেলে দিচ্ছি বর্তমান বিশ্বে বনাঞ্চলের পরিমাণ দাঁড়ায় দাঁড়িয়েছে মাত্র একত্রিশ শতাংশ যা দিনে দিনে কমছে আর ডেকে আনছে বিপদ কেননা কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে আমাদের প্রয়োজন ছিল বনাঞ্চলের মাননীয় সভাপতি কিন্তু বর্তমান শতাব্দীতে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ যে হারে বাড়ছে বৃক্ষের পরিমাণ ঠিক সেই হারে কমছে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে সানমেরিনো কাতার গ্রীনল্যান্ডের মতো কিছু কিছু দেশ রয়েছে বিশ্বের যেখানে বনাঞ্চলের কোন অংশ মাত্র নেই মাননীয় সভাপতি এটি একটি মারাত্মক বিষয় কেননা এর কারণে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে নাসার তথ্যমতে দু হাজার তেরো সালে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ছিল আটাল দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস যা বিগত শতাব্দীর তুলনায় শূন্য দশমিক আট ডিগ্রির বেশি এসব তথ্য ও উপাত্ত থেকে নিঃসন্দেহে এ কথাটি বলা যায় মাননীয় সভাপতি এই শতকের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ পরিবেশ বিপর্যয় এবং পরিবেশ বিপর্যয় মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাওয়া থেকে শুরু করে অস্ট্রেলিয়ায় দাবানল এর থেকে আরও বেশী স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় তাই মাননীয় সভাপতি আশাকরি বিতর্কে পক্ষ দলই জয়লাভ করবে ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি

২

এখন বলবেন বিপক্ষ দলের থেকে সরকারি কমার্স কলেজ থেকে আগত ফারজানা রহমান

৪

ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি বিজ্ঞ বিচারকমণ্ডলী উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সালাম জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি আসসালামুয়ালাইকুম আজ আমাদের বিতর্কের বিষয় নির্ধারিত হয়েছে পরিবেশ বিপর্যয় মোকাবেলা এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ সংগত কারণেই আমি ও আমার দলের বিপক্ষে অবস্থান করছি মাননীয় সভাপতি বর্তমানে যখন যুদ্ধ বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধ যেমন গৃহযুদ্ধ স্নায়ুযুদ্ধ বাণিজ্য যুদ্ধের কারণে আমরা ইয়েমেন লিবিয়া সিরিয়ার মতো দেশগুলোতে মানুষের হাহাকার শুনতে পাই তাদের জীবন বাঁচার জন্য আত্ননাদ শুনতে পাই যখন সাম্প্রদায়িকতা মৌলবাদ জাতীয় সমস্যার জন্য আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের ভারতের সমস্যা সৃষ্টি হয় এবং সেই সমস্যা যখন আমার প্রতিবেশী দেশগুলোকেও প্রভাবিত করে ঠিক সেইসময় দাঁড়িয়ে যখন মানুষের জীবনের নিরাপত্তা আজকে প্রশ্নবিদ্ধ ঠিক সে অবস্থায় দাঁড়িয়ে আমিও আমার দল মনে করি যে বিশ্বশান্তি ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠাই এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ মাননীয় সভাপতি আমরা স্বীকার করছি যে পরিবেশ বিপর্যয়ের মোকাবিলা অবশ্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ কিন্তু সেটি কখনোই বিশ্বশান্তি ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠার চেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ নয় কারণ আজকে বিশ্বশান্তি ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা যতক্ষণ আপনি না করতে পারবেন ততক্ষণ আপনি পরিবেশ বিপর্যয়ের মতো পরিবেশ বিপর্যয় মোকাবিলার মত কাজও করতে পারবেন না কারণ বিশ্বশান্তি ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠায় অভাবেও কিন্তু ও অনেকাংশে পরিবেশ বিপর্যয় পরিবেশ বিপর্যয় হচ্ছে এবং আরও অনেক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে মাননীয় সভাপতি আমরা আমাদের বক্তব্যের মাধ্যমে প্রমাণ করে যাব

যে বিশ্বশান্তি ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত না হলে আজকে পরিবেশ বিপর্যয় মোকাবেলা সম্ভব হবেনা দ্বিতীয়ত আমরা প্রমাণ করে যাব যে বিশ্বশান্তি ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হলে প্রতিষ্ঠিত হলে আজকে পরিবেশ বিপর্যয়ের মোকাবিলাও সম্ভব হবে

মাননীয় সভাপতি বিশ্বশান্তি ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা যেসব সমস্যার মূলত সমাধান করব সেগুলো হলো প্রথমত যুদ্ধ রোধ যুদ্ধ প্রতিহত করা যুদ্ধ আন্তঃকলহ দ্বিতীয়ত সাম্প্রদায়িকতা মৌলবাদ জাতীয় সমস্যা সমাধান করা তৃতীয়ত মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বিধান করা প্রথমত মাননীয় সভাপতি যদি আমরা দেখি বর্তমান বিশ্বযুদ্ধ ও আন্তঃকলহ অনেক বড় একটি সমস্যা হিসেবে দাঁড়িয়েছে যেমন গৃহযুদ্ধ ইয়েমেন সিরিয়া লিবিয়ার মতো দেশগুলোতে আজকে গৃহযুদ্ধের কারণে খাদ্যাভাব ও অপুষ্টির শিকার তারা অবকাঠামোগত ধ্বংসের শিকার তারা তারা আজকে সেইসব দেশ নারী ভোগান্তির পরিমাণ প্রচুর তারপর মাননীয় সভাপতি সেইসব দেশের সব জায়গায় আজকের পরিবেশ হস্তক্ষেপও হচ্ছে এই যুদ্ধের কারণে তারপর মাননীয় সভাপতি আজকে সেই দেশগুলো পুরোপুরি ধ্বংসের শিকার

মাননীয় সভাপতি যদি আমরা বাণিজ্য যুদ্ধের দিকে দেখতে চাই ইউএসএ বনাম চায়নার বাণিজ্য যুদ্ধের কারণে অর্থনীতি ধ্বংস ও অনিরাপত্তার শিকার হয় তারপর মাননীয় সভাপতি সেখান থেকে শিল্প থানা বন্ধ হয় বেকারত্ব সৃষ্টি হয় অর্থনৈতিক যুদ্ধগুলো সৃষ্টি হয় মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রা সংকোচন দেখা যায় মাননীয় সভাপতি স্নায়ুযুদ্ধের দিকে দেখুন জন্য যে অবস্থানগত বিরোধিতা ও সিদ্ধান্তগত বিরোধিতা তাদের মধ্যে এজন্য আজকে পরাশক্তি প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয় মাননীয় সভাপতি এইসব যুদ্ধের কারণে আজকে আমরা বিশ্বযুদ্ধের আভাস পাচ্ছি বিশ্বযুদ্ধে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি হয় দুই কোটি মানুষ মারা যায় মাননীয় সভাপতি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মারা যায় পাঁচ থেকে আট কোটি মানুষ এইসব ক্ষতির কারণে মাননীয় সভাপতি বর্তমানে পারমাণবিক বোমা বিদ্যমান যার ফলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয় তাহলে আরও ভয়াবহ ক্ষতি হবে মাননীয় সভাপতি

মাননীয় সভাপতি তাদের বক্তব্য তাদের বক্তব্যের প্রধান কথা ছিল যে পরিবেশ বিপর্যয়ে কেন পরিবেশ বিপর্যয়ের মোকাবিলা কেন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কারণ তার সার্বজনীনতা মাননীয় সভাপতি আপনি যদি দেখেন এই দেশগুলো যেমন ইয়েমেন সিরিয়া লিবিয়া ভারত এই দেশগুলোতে বর্তমানে কিন্তু পরিবেশ বিপর্যয়ের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ নয় তাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আজকে বেঁচে থাকা তাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আজকে জীবনের নিরাপত্তা বিধান করা এই জিনিসটা যতক্ষণ আপনি না করতে পারবেন ততক্ষণ কিন্তু পরিবেশ বিপর্যয় মোকাবেলা আপনি করতে পারবেন না মাননীয় সভাপতি আজকে তারা কার্বন নিঃসরণের কথা বলে যায় প্লে স্টোরে প্যালেস্টাইন ইসরাইল এটিকে কতগুলো বিস্ফোরক ঘুড়ি ও বেলুন পাঠায় যেগুলোর কারণে যে পরিমাণ কার্বন নিঃসরণ হয় সেটি দুইদিনে সেখান থেকে যে পরিমাণ কার্বন নিঃসরণ হয় সেটি ইউএসএতে পুরো এক বছরের কার্বন নিঃসরণের সমান তাহলে দেখুন মাননীয় সভাপতি শুধুমাত্র যুদ্ধের কারণে দুই দিনে

আপনার যে পরিমাণ কার্বন নিঃসরণ হয় ইউএসএ সেই পরিমাণ কার্বন নিঃসরণ করে গোটা এক বছরে সেই জায়গায় যতক্ষণ আপনি যুদ্ধ যুদ্ধ জাতীয় সমস্যাগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত সমাধান করতে না পারবেন ততদিন পর্যন্ত আপনি এই কার্বন নিঃসরণের সমস্যা সমাধান করতে পারবেন না আপনি পরিবেশ নিয়েও কাজ করতে পারবে না তারপর দেখুন বনায়ন কম মাননীয় সভাপতি কিছুদিন আগে ভিয়েতনাম ওয়ারে নামে একটি অস্ত্রের ব্যবহারে যে পরিমাণ তাদের বনায়ন পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়া হয় এবং সেই এলাকার সেউ অঞ্চলের প্রাণী দের জীবন পুরোপুরি ধ্বংসের মুখে চলে যায় এই জায়গাতেই মাননীয় সভাপতি আজকে এই পরিবেশ দূষণের জন্য অনেকাংশে দায়ী কিন্তু বিশ্ব শান্তি ও মৈত্রীর অভাব আপনি যদি বিশ্বের শান্তি ও মৈত্রী সবার আগে রক্ষা করেন তখনই আপনি বিশ্ব পরিবেশ বিপর্যয় নিয়ে কাজ করতে পারবেন মাননীয় সভাপতি সেই জায়গায় আমার পক্ষ দলের জন্য প্রশ্ন রেখে যাই যে সেই দেশগুলোতে আজকে

নিরাপত্তার সবচেয়ে বড় সমস্যা যে দেশগুলোতে জীবনের নিরাপত্তা নেই সেই দেশগুলোতে আপনি কিভাবে পরিবেশ বিপর্যয়ের মোকাবিলা করবেন এবং সেই দেশগুলোতে পরিবেশ বিপর্যয় মোকাবেলা করলে আদৌ তাদের আপনি জীবনের নিরাপত্তা দিতে পারবেন কিনা তাই মাননীয় সভাপতি আমরা বলছি যে আজকে বিশ্বশান্তি ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠাই এ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় ধন্যবাদ

২

এখন বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সৈয়দা তাহিয়াদ আহমেদ আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ ঢাকা

৫

ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি আমাকে কিছু বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য সমুদ্রপৃষ্ঠের বাড়তি উচ্চতার ফলে আশঙ্কা করা হচ্ছে যে আগামী বিশ থেকে পঁচিশ বছরের মধ্যে ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে নিচু দেশ যেমন মালদ্বীপের মতো দেশগুলোর অস্তিত্বই বিশ্ব মানচিত্র থেকে বিলীন হয়ে যাবে এমন একটি প্রেক্ষাপটে আজকের বিতর্কের নির্ধারিত বিষয়টি হচ্ছে পরিবেশ বিপর্যয় মোকাবেলা মোকাবেলা এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড়

মাননীয় সভাপতি মূল বক্তব্যে সরাসরি চলে যাওয়ার আগে প্রথমে কিছু যুক্তি খন্ডন করা প্রয়োজন আজকে মাননীয় বিপক্ষ

দল থেকে তারা ধারণা করে থাকেন যে পরিবেশ সংরক্ষণের থেকে বর্তমানে সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার যেটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে বিশ্ব শান্তি ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করা মাননীয় সভাপতি এখানে আমি বলতে চাই যে পৃথিবীর সূচনা লগ্ন থেকেই পৃথিবীর পৃথিবীর এবং বিশ্ববাসীর গোটা সভ্যতার মূল উদ্দেশ্য ছিল যেন গোটা সভ্যতাকে এবং গোটা বিশ্বে মানুষ একত্রে থাকতে পারে মাননীয় সভাপতি এটি শুধু মাত্র একুশ শতকের চাওয়া বা একুশ শতকের জন্য একটি একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ বিশেষভাবে একুশ শতকেই করতে হবে ব্যাপারটা এমন না মাননীয় স্পিকার যুগ যুগ ধরে মানুষ সবসময় চেষ্টা করেছে যে কিভাবে বৈশ্বিক শান্তি এবং মৈত্রী যেম প্রতিষ্ঠা করে থাকা যায় সব মানুষ যেন একত্রে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারে সেটি একুশ শতকে অভিনবভাবে চাওয়ার কোনো কারণ নেই মাননীয় এইক্ষেত্র থেকে মাননীয় তারা একুশ শতকে কেন স্পষ্টভাবে বিশ্বশান্তি ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করাটা এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে তারা মনে করছেন এটি কোনো ব্যাখ্যা দিয়ে যেতে পারেননি দ্বিতীয়ত মাননীয় প্রথম বক্তা এসে তার বক্তব্যে বলে গেলেন যে বিশ্বশান্তি ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করলে নাকি পরিবেশকে সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে সেটার কোনো ব্যাখ্যা আমরা পাইনা অপরদিকে মাননীয় স্পিকার পক্ষ দল থেকে আমরা আপনাকে কি বলি ধারণা করা হচ্ছে যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হবে পানির জন্য মাননীয় অর্থাৎ এ পরিবেশটি শুধুমাত্র যে পরিবেশ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতি করছে সেটি না বরং আরো নানা যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদিকেও মাননীয় জন্ম দিচ্ছে এবং আরো নানা সামাজিক সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে যেটি আমরা আমাদের পরবর্তী বক্তব্যে ব্যাখ্যা করবো মাননীয় স্পিকার চলে আসি মূল বক্তব্যে আজকের বিতর্কে আমাদের দলের প্রথম বক্তা ইতোমধ্যে শিল্পায়নের কথা বলে গেছে মাননীয় স্পিকার আমরা আপনাদেরকে ব্যাখ্যা করেছি কিভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কর্মকাণ্ড এবং রাষ্ট্রীয় উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণ গুলো ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং চাইলে এটিকে অপসারণ করা সম্ভব নয় মাননীয় স্পিকার এর প্রমাণস্বরূপ আমরা দেখেছি ইতিহাসে কিভাবে বিভিন্ন পরিবেশবান্ধব চুক্তির ব্যর্থতার কথা উনিশশো তিরানব্বই সালের কियोটো প্রটোকল থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক দুহাজার ষোলো সালের প্যারিস এগ্রিমেন্ট কোনোটিই সাফল্যের মুখ দেখেনি মাননীয় মাননীয় সভাপতি কেননা চুক্তি স্বাক্ষর করা দেশগুলো শেষ পর্যন্ত এই চুক্তিটি টিকিয়ে রাখতে পারেন নিজেদের অর্থনৈতিক উৎপাদনকে সচল রাখতে মাননীয় স্পিকার

মাননীয় সভাপতি আমরা যদি এইসকল

অর্থনৈতিক পরাশক্তি রাষ্ট্রগুলোর গড় উৎপাদনের দিকে তাকাই তবে দেখা যায় যে চায়না এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিগত বছরে যথাক্রমে নয় দশমিক আট বিলিয়ন মেট্রিক টন এবং পাঁচ দশমিক তিন বিলিয়ন মেট্রিক টন কার্বন নিঃসরণ করেছে বিশ্বে কার্বন কার্বন নিঃসরণের পরিসংখ্য কমানোর পরিমাণ কমানোর জন্য মাননীয় সভাপতিদু হাজার ষোলো সালে প্যারিস এগ্রিমেন্ট কার্বন ট্যাক্সকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তা সত্ত্বেও মাননীয় সভাপতি বিশ্বে কার্বন নিঃসরণের সংখ্যা কমেনি বরং বেড়েছে কেননা মাননীয় সভাপতি এই দেশগুলো এই চুক্তিটিতে আবদ্ধ হচ্ছে না তারা রাজি হচ্ছে না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাৎসরিক উনসত্তর দশমিক পাঁচ বিলিয়ন ডলার কার্বন ট্যাক্স দিয়ে হলেও বর্তমান গতিতে কার্বন নিঃসরণ করে চালিয়ে যাচ্ছে মাননীয় সভাপতি কেননা তা না হলে তাদের গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং বিপুল উৎপাদন স্ববির হয়ে পড়বে এমতাবস্থায় মাননীয় সভাপতি আজকের এই বিতর্কে এটি প্রমাণিত হয়েছে যে কিভাবে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনৈতিক উৎপাদনকে অব্যাহত রেখে পরিবেশ সংরক্ষণ করাই মাননীয় সভাপতি এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বিপক্ষদল আজকে চীনের উদাহরণ দিয়ে যান যেখানে কিনা তারা আজকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উদাহরণ দিয়ে যান যেখানে কিনা যুদ্ধবিগ্রহের কারণে প্রচুর পরিমাণে কার্বন নিঃসরণ হয়েছে কিন্তু আমরা বহু দেশের কথা দেখি যেমন চোখ ন বা ডেনমার্ক বা নরওয়ে এ ধরনের দেশগুলো যেখানে কিনা কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ না কিন্তু তাও মানুষ মাননীয় সভাপতি সেই দেশে যেহেতু তাদের কারখানা আছে শিল্পায়ন আছে সেই শিল্পায়নের কারণে মাননীয় সভাপতি প্রচুর পরিমাণে কার্বন নিঃসরণ হচ্ছে সুতরাং এটি গুরুত্বপূর্ণ নয় যে বিশ্বে শুধুমাত্র যুদ্ধ হলেই কার্বন নিঃসরণ হবে যুদ্ধ ছাড়াও মাননীয় সভাপতি আরো অনেক কারণে কার্বন নিঃসরণ হয়ে থাকে

মাননীয় সভাপতি

আজকে আমাদের বিতর্কে এটিও ব্যাখ্যা করব কিভাবে পরিবেশ বিপর্যয় শুধুমাত্র একটি স্বতন্ত্র সমস্যা নয় বরং আরো অনেক সমস্যার জন্মদাতা তার মধ্যে অন্যতম সমস্যাটি হচ্ছে মাননীয় সভাপতি পরিবার পরিবার শরণার্থী সংকটটি তথ্যমতে দু হাজার সত্তরো সালে গোটা বিশ্বে পরিবেশের জন্য শরণার্থীর সংখ্যা ছিল মাননীয় সভাপতি আটষাট দশমিক পাঁচ বিলিয়ন যা কিনা ধারণা করা হচ্ছে দু হাজার পঞ্চাশ সাল নাগাদ শুধুমাত্র লাতিন আমেরিকা সাব সাহারান অঞ্চল দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া থেকে একশ তেতাল্লিশ বিলিয়ন শরণার্থীদের মাননীয় সভাপতি বৃদ্ধি পাবে এ থেকে আমরা কি বুঝতে পারি যে এই বিপুল সংখ্যক মানুষ তারা নিজেদের থাকার বাসস্থান তাদের নিজেদের জমি জমি হারিয়ে অন্য অঞ্চলে তাদের পার্শ্ববর্তী বর্ডার যে দেশগুলো আছে সেই দেশগুলোতে পাড়ি জমাচ্ছে এবং সেই দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কিংবা সামাজিক ব্যবস্থার ওপর একটি চাপ সৃষ্টি করছে মাননীয় স্পিকার এবং মাননীয় সভাপতি এর ফলাফল স্বরূপ কি হচ্ছে সেই যে তারা নিজেদের বাসস্থান তো হারাচ্ছে এবং এবং সাথে সাথে তারা যে দেশটিতে যাচ্ছে সেই দেশে গিয়ে মাননীয় সভাপতি তারা সেই দেশের নানা সামাজিক সমস্যার মূল কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তাই মাননীয় সভাপতি আশা করছি বিতর্কটি আমরা জিতব ধন্যবাদ

এখন বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করছি সরকারি কমার্স কলেজ  
চট্টগ্রাম থেকে আগত হুমায়রা তাবাসসুম জেরিন

ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি বিস্তৃত বিচারকমন্ডলী এবং উপস্থিত সকলকে আমার শ্রদ্ধা এবং সালাম জানিয়ে বক্তব্য শুরু  
করছি

আসসালামু আলাইকুম আজকে আমাদের বিতর্কের যে বিষয়টি নির্ধারিত হয়েছে সেটি হলো পরিবেশ বিপর্যয় মোকাবেলা  
এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ সংগত কারণেই বিপক্ষে অবস্থান করছি প্রথমে চলেই যাচ্ছি দ্বিতীয় পক্ষ দলের দ্বিতীয়  
বক্তার বক্তব্যে তিনি বলে দিয়ে গেলেন আমাদের যেসব পরিবেশ বিপর্যয় নিয়ে যে সকল চুক্তিগুলো হচ্ছে সে চুক্তিগুলো  
ক্রমাগত ব্যর্থ হচ্ছে মাননীয় সভাপতি এখন যদি মূলের দিকে লক্ষ্য করে কেন চুক্তিগুলো ব্যর্থ হচ্ছে তাহলে আমরা দেখতে  
পাবো যে সকল দেশগুলো সবচেয়ে বেশি কার্বন নিঃসরণ করছে তারা এসে চুক্তিগুলো বাস্তবায়ন করা হবে সে চুক্তিগুলো  
থেকে উঠে চলে আসছে মাননীয় সভাপতি চুক্তিগুলো থেকে উঠে চলে আসছে কারণ মাননীয় সভাপতি তারা পরিবেশ  
বিপর্যয় রক্ষা করার চেয়ে তারা বড় করে দেখছে তাদের কি বড় দেখছে তাদের আন্তঃযেসকল কলহ গুলো এবং তাদের  
অর্থনৈতিক উন্নয়নগুলো মাননীয় সভাপতি তাদের মধ্যকার যখন একটি চুক্তি সম্পাদন করার জন্য একটি গোল টেবিলে  
যখন সকল দেশ একত্রিত হয় একেক জন একেক বক্তব্য দেয় পরিবেশ বিপর্যয় মোকাবেলা করার জন্য যখন তার  
বিপক্ষের কোন দেশ যার সাথে তারস্থানীয় যুদ্ধ চলছে সে যদি কোন বক্তব্যই না যুক্তিসংগত তার বক্তব্য অস্বীকার করে  
সেই চুক্তি থেকে সেই চুক্তি বাতিল করে দেয় মাননীয় সভাপতি সেক্ষেত্রে আপনি যদি ঐ সকল দেশের সাথে পুরো বিশ্বে যদি  
শান্তি রক্ষা না করতে পারেন এ সকল দেশের মধ্যে যে সংঘর্ষ গুলো আছে সেই স্নায়ুযুদ্ধ গুলো যদি মোকাবেলা করতে না  
পারেন তাহলে পরিবেশ রক্ষার্থে যেসকল চুক্তি গুলো আছে সেগুলো কখনোই বাস্তবায়ন করা যাবে না মাননীয় সভাপতি  
এবং সর্বোপরি আমার দেশ আমার পৃথিবী এই পরিবেশ বিপর্যয় থেকে কিন্তু মোকাবেলা করা সম্ভব হবে না মাননীয়  
সভাপতি পরবর্তীতে মাননীয় সভাপতি দেখিয়ে দিয়েছে ওনারা শরণার্থী সমস্যা সম্পর্কিত একটি প্রেক্ষাপট দেখিয়ে দিয়ে  
গেলেন মাননীয় সভাপতি দেখুন শরণার্থী যখন সৃষ্টি হচ্ছে মাননীয় সভাপতি শরণার্থী সমস্যাটা কেন সৃষ্টি হয় মাননীয়  
সভাপতি তার কারণ হচ্ছে একটি দেশে যখন জাতিবাদ সৃষ্টি হয় একটি দেশে যখন জাতিগত নিধন করা হয় তখন কিন্তু  
শরণার্থী সমস্যাটি সৃষ্টি হয় মাননীয় সভাপতি আমরা পূর্বেও দেখেছি প্যালেস্টাইন থেকে যখন জাতিগত নিধন করা হয়  
তখন তারা তাদের রাষ্ট্র ছেড়ে অন্য দেশে বসবাস করে এবং তার ফলে তারা ঐ দেশেও দাঙ্গা সৃষ্টি করে এবং ওই দেশের  
মানুষের নাগরিকত্বের উপরে নাগরিকত্বের উপরে প্রশ্ন আসে মাননীয় সভাপতি এবং সেইদেশে কিন্তু ব্যাপক পরিমাণে  
পরিবেশ বিপর্যয় হয় মাননীয় সভাপতি এবং সাম্প্রতিক ঘটনা মায়ানমারের দিকে যদি লক্ষ্য করি সেখানে যে রোহিঙ্গাদের  
যে বাংলাদেশে এসে তাদের আবাসস্থল গড়ে তুলেছে তার জন্য কিন্তু ব্যাপক পরিমাণে পরিবেশ বিপর্যয় হয়েছে মাননীয়  
সভাপতি এখন যদি আমরা জাতিগত নিধনগুলো কমাতে না পারি আমরা যদি এই যে রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যাটা যদি  
আমরা মোকাবেলা করতে না পারি কখনোই কিন্তু আমরা এই পরিবেশ বিপর্যয় থেকে উঠে আসতে পারবো না মাননীয়  
সভাপতি এখন মাননীয় সভাপতি দেখুন লক্ষ্য করুন কিভাবে আমরা বিশ্বে শান্তি এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে পারবো দেখুন  
মাননীয় সভাপতি আমরা যখন বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারবো কীভাবে বর্তমানে বিশ্বে কিছু সমস্যা যেগুলো হলো  
মৌলবাদ সাম্প্রদায়িকতা এগুলো কিন্তু ব্যাপক পরিমাণে বিশ্বের পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে মাননীয় সভাপতি মৌলবাদের কারণে  
সৃষ্টি হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা ধর্মীয় কটরপন্থীতা এইসকল সমস্যাগুলোকে আমাদের ক্রমাগতভাবে কমাতে হবে না হলে কিন্তু  
এই যে পরিবেশ বিপর্যয়ের সম্পর্কিত যেসকল চুক্তিগুলোর কথা আপনারা বলে দিয়ে যাচ্ছেন তা কখনোই বাস্তবায়ন করা  
সম্ভব হবে না কেননা পরিবেশ বিপর্যয়ের সম্পর্কিত যেসকল চুক্তিগুলো রয়েছে সেগুলো হলো সামগ্রিক ধারণা সকলকে  
একসাথে বসে সে সকল সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য সম্মত হতে হবে মাননীয় সভাপতি এখন মাননীয় সভাপতি চলে  
আসি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বর্তমান বর্তমান বিশ্বের দিকে যদি লক্ষ্য করি মানুষের জীবনের নিরাপত্তার নেই যার সম্প্রতি  
উদাহরণ আমরা দেখতে পেয়েছি ইউক্রেনের বিমান ইউক্রেনের বিমান এর উপর যে ইরানের একটি ক্ষেপণাস্ত্র আক্রমণ  
করা হয় হয়তোবা সেটি মানুষের ওনাদের ইচ্ছাকৃত নয় কিন্তু সেটি যুদ্ধবিগ্রহের কারণে হয়েছে যার কারণে একশ সাতাত্তর  
জন যাত্রী নিহত হয়েছে মাননীয় সভাপতি পরবর্তীতে মাননীয় সভাপতি চলে আসি মানুষের তৈরি কৃত্রিম ভাইরাসের  
দিকে চলে আসি যা এইচআইভি প্লেগজাতীয় ভাইরাস যেগুলো সৃষ্টি মানুষ করেছে এবং এগুলো হচ্ছে কৃত্রিম ভাইরাস এবং  
এইসকল জিনিসগুলো যদি আমি কমাতে না পারি ক্রমাগতভাবে যদি এগুলো নিধন না করতে পারি তাহলে কখনই কিন্তু  
আমার পৃথিবী এই বিপর্যয় থেকে উঠে আসতে পারবে না মাননীয় সভাপতি পরবর্তীতে  
মাননীয় সভাপতি একটি গবেষণায় দেখা গেছে দুহাজার শোলা সালে পাঁচ লক্ষ ষাট হাজার মানুষ মারা যায় তাদের  
পারস্পরিক সংঘাতের কারণে মাননীয় সভাপতি এখন আমাদেরকে দেখতে হবে আমার কাছে দুটি সমস্যা আছে কোনটি  
গুরুত্বপূর্ণ তাই মাননীয় সভাপতি বলতে বলতে চাচ্ছি এই বর্তমানে আজকে যাতে বিতর্কটি আমাদের পক্ষে যায় ধন্যবাদ  
মাননীয় সভাপতি ধন্যবাদ আপনার মাধ্যমে সকলকে

ধন্যবাদ মাননীয় আমাকে বক্তব্য প্রদানের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য

মাননীয় সভাপতি আজকে তারা বিপক্ষদল অনেকগুলো কথা বলে গেলেন তারা আসলে এই পৃথিবীতে চলমান কিছু সমস্যার কথা বললেন তবে এ সমস্যাগুলো প্রভাব কিছু নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষ এবং কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলভেদে প্রভাব বিস্তার করে অর্থাৎ এই যে তারা বললেন পরিবেশের পরিবেশের পিছনে যে সমস্যাগুলো চাইতে বা আপনার জঙ্গিবাদ বা এ ধরনের সমস্যা গুলো বেশি এই সমস্যা গুলোর চাইতেও এই সমস্যাগুলো কিছু নির্দিষ্ট সংখ্যক গুটিকয়েক মানুষের উপর প্রভাব ফেলে অর্থাৎ আজকে ভারতে যে সমস্যাটি হচ্ছে যে সমস্যাটি প্রভাব শুধুমাত্র ভারতে অবস্থান করছেন তবে এই পরিবেশ সমস্যার প্রভাব সম্পূর্ণ বিশ্বজুড়ে অর্থাৎ এই পরিবেশে যদি কোন সমস্যা হয় সেই সমস্যাটা সমাধান করতে হবে সম্পূর্ণ পৃথিবীর মানুষকে এবং যদি সমস্যাটা সমাধান করতে আমরা না পারি তাহলে আমাদের কষ্ট পোহাতে হবে এ সম্পূর্ণ পৃথিবীর মানুষকে দ্বিতীয়ত এই পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা সবসময় টিকে থাকবে অর্থাৎ দুটি দেশের মধ্যকার অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা কমানো কখনো সম্ভব হবে না কিন্তু আমরা যদি ধরেও নেই যে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা কমানো সম্ভব হয়েছে শান্তি এবং মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে সেইসম্ভব হওয়ার পরবর্তী সময়ে যদি প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে কোন বিপর্যয় হয় কোন দুর্যোগ হয় সেই দুর্যোগের জন্য কিন্তু আমাদের জীবন হারাতে হবে অর্থাৎ শান্তি মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করার পরেও যদি কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয় সে প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য আমরা জীবন হারাবো প্রাণঘাতী ঘটবে অর্থাৎ তারা যে সম্ভাবনা বলে যান এই ধরনের শান্তি মৈত্রী যদি আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পারি তাহলে সমস্যাগুলো সমাধান হবে মানুষ জন মারা যাবে না এ ধারণাটি ভুল দ্বিতীয়ত তৃতীয়ত পৃথিবীর ফুসফুস খ্যাত অ্যামাজন এই অ্যামাজন বনকে রক্ষা করতে পারেনি অ্যামাজন বনে দাবানল হয়েছে দাবানলটাকে আমরা রক্ষা করতে পারেনি এই দাবানলটাকে রক্ষা করার জন্য যে পরিমাণ শক্তি আমাদের প্রয়োজন ছিল সে পরিমাণ শক্তি আমাদের পৃথিবীর দেশগুলোর মধ্যে নেই অর্থাৎ পরিবেশের যে কোন সমস্যার সমাধান করার চেয়ে এই সমস্ত গুলো কিভাবে কমানো যায় সেদিকে আমাদের আমাদের মনোযোগ দিতে হবে অর্থাৎ আমরা কখনো ভূমিকম্পকে প্রতিরোধ করতে পারবো না কিন্তু আমরা ভূমিকম্পের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারি যার মাধ্যমে ভূমিকম্প সমস্যাটার সমাধান সহজে করা যায় এবং ভূমিকম্প-পরবর্তী রক্ষা ব্যবস্থা গুলো খুব সহজেই তৈরি করা যায় এই সমস্যাগুলো তৈরি এই সমস্যাগুলোর সমাধান ঠিক এভাবেই তৈরি করতে হবে পৃথিবী এখন উন্নয়নের শিখরে চড়ছে পৃথিবীর কোন উন্নয়নে পরিবেশ বিপর্যয়ের মুখে টিকে থাকতে পারে না অর্থাৎ আপনি যদি দীর্ঘস্থায়ী কোন উন্নয়ন করতে চান আপনাকে অবশ্যই এমন একটা উন্নয়নের মধ্য দিয়ে যেতে হবে যেখানে কিনা পরিবেশ বিপর্যয়ের মুখেও এটা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে আমরা বিশ্বাস করি এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে এ ধরনের উন্নয়ন করতে হলে সবার আগে আমাদের লক্ষ্য করতে হবে আমি আসলে পরিবেশকে কোন হুমকির মুখে ফেলছি কি না যেই মুহূর্তে কিনা আমি এমন একটা উন্নয়ন করে ফেলব যার কারণে পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে সে উন্নয়নটা কখনো দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন হবে না অর্থাৎ এমন একটি সেতু আমি বানালাম যার কারণে আমার নদী ভাঙ্গন বৃদ্ধি হচ্ছে নদী ভাঙ্গনের প্রভাব পড়ছে নদীতে চর যাচ্ছে এর মাধ্যমে নদীর প্রবাহ আটকে ফেলেছে এর মাধ্যমে আমরা পরিবেশকে আটকে ফেলছি এর প্রভাবটা কি এর প্রভাব টা হচ্ছে এই নদী তীরবর্তী অঞ্চলের মানুষ গুলো ঠিকমতো মাছ পাচ্ছেনা মানুষগুলো সহজে চলাচল করতে পারছে না মানুষগুলোর জীবিকার উপর আমরা প্রভাব ফেলছি অর্থাৎ আজকে আমাদের যদি উন্নয়ন করতেও হয় এই উন্নয়নের আগে আমাদের পরিবেশ নিয়ে চিন্তা করতে হবে যে পরিবেশের বিপর্যয় রক্ষা পরিবেশের বিপর্যয় জন্য না হয় এ ধরনের উন্নয়ন করা আমাদের মধ্য দিয়ে যেতে হবে

আমরা দেখতে পাই এই শতাব্দীতে এসে আমাদের মধ্যে রোগ হওয়ার প্রবণতা দিন দিন ধরে বাড়ছে কেন যখন কিনা এই সমাজে দিন দিন ধরে ক্যান্সার ডায়াবেটিস বিভিন্ন ধরনের জটিল রোগের পরিমাণ বাড়ছে চীনের মতো দেশে করোনাভাইরাস বা কোভিড 19 এর মত ঝুঁকিপূর্ণ ভাইরাসগুলো বৃদ্ধি পাচ্ছে কেন আমরা আসলে পরিবেশ সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারছি না যে পরিবেশ সমস্যাগুলো সমাধান হওয়া উচিত ছিল কেননা এই পরিবেশের মাধ্যমে এই পরিবেশের মাধ্যমে এই ভাইরাসগুলো ছড়ায় অর্থাৎ আজকে আমার দেশের যে ডেঙ্গুর প্রকোপ টা দেখা দিচ্ছে বা পার্শ্ববর্তী দেশ গুলোতে যে সমস্যাগুলো দেখা দিচ্ছে সেই সমস্যা গুলোর কারণে এই যে পরিবেশগত যে সমস্যা গুলো এর প্রভাব অনেক বেশি কেননা আমরা বায়ুর বায়ু যে সমস্যাগুলো হচ্ছে বায়ু সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারছি না অর্থাৎ আজকে কার্বন নিঃসরণের যে এত পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে আমরা এ কার্বন নিঃসরণ কমাতে পারছি না উল্টো দিন দিন এই কার্বনের নিঃসরণের মান বৃদ্ধি পাচ্ছে অর্থাৎ আজকে যদি শান্তি এবং মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করেও ফেলি আমরা কিন্তু এরপরও যদি আমরা কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ কমাতে না পারি তখন কিন্তু দিনশেষে আমাদের এই ধ্বংসের মুখে যেতে হবে অর্থাৎ আমরা এই বর্তমান সমাজে শান্তি এবং মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করতে পারব কিন্তু আমরাই পরিবেশ বিপর্যয় কে রক্ষা করতে না পারি তবে পৃথিবী কে টিকিয়ে রাখতে পারবোনা সর্বোপরি আজকে আমরা পক্ষ দল আপনাকে কি দেখিয়েছি আজকেও পক্ষ দল আমরা দেখিয়েছি কেন পৃথিবীর সকল সমস্যার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হলো এই পরিবেশ বিপর্যয় কেননা এই পরিবেশ বিপর্যয়

সমস্যা ধনী-গরীব উচ্চবিত্ত নিম্নবিত্ত একদম শ্রেণীর দেশে বসবাস করে থেকে নিম্ন মধ্যবিত্ত আয়ের দেশে বসবাস করে প্রত্যেকটি মানুষের উপরে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে পড়বে অর্থাৎ যে মানুষটি মালদ্বীপে থাকে সেই মানুষটি দু হাজার একুশ সালে সমুদ্রের নিচে চলে যেতে পারে এরকম সম্ভাবনা রয়েছে যেখানে কিনা সাহারা মরুভূমি অঞ্চলের মানুষজন সেই সাহারা মরুভূমিতে পানির উৎস খুঁজে পাবে কিনা এই ধরনের সমস্যা গুলোর মত দিয়ে যায় অর্থাৎ শান্তিমৈত্রী প্রতিষ্ঠার চাইতেও এ পৃথিবীর বিপর্যয় রক্ষা করা অনেক বেশি দরকার কেননা শান্তি মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করার পরেও যদি পরিবেশের বিপর্যয় হয় আপনি এগুলো রক্ষা করতে পারবেন না পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার ধন্যবাদ সবাইকে

২

এখন সর্বশেষ বক্তার বক্তব্য নিয়ে আসছেন বিপক্ষ দলের সাদমান হোসেন সরকারি কমার্স কলেজ চট্টগ্রাম বিপক্ষ দলের দলনেতা

৮

ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি আমাকে কিছু বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য মাননীয় সভাপতি পক্ষ দলে এসে যখন বলে যায় যে পরিবেশ বিপর্যয় মোকাবেলা একটা সার্বজনীন সমস্যা এই সার্বজনীন সমস্যার জন্য আমাদের কে সার্বজনীন সমাধান প্রয়োজন আর এই সার্বজনীন সমাধানটা কি প্রত্যেকটা দেশকে পৃথিবীর যেহেতু এটা একটি সার্বজনীন পুরা পৃথিবীর জন্য সমস্যা এটা বিপর্যয় মোকাবেলা করার জন্য পৃথিবীর প্রত্যেকটা দেশকে আমাদেরকে একটা প্ল্যাটফর্ম এর মধ্যে এনে দায়বদ্ধ করে তাদেরকে এ পরিবেশ মোকাবেলা করার জন্য কাজ করতে হবে কিন্তু এই কাজটা আজকে করা সম্ভব হচ্ছে না মাননীয় সভাপতি কিজন্য আজকে যখন আপনি ইউএসএ এবং ইরানকে পারমাণবিক ইস্যুর কারণে এক টেবিলে বসাতে পারছেন না আজকে যখন আপনি ইউএসএ ও চায়না কে বাণিজ্য যুদ্ধের কারণে একটা আলোচনার মধ্যে বসাতে পারছেন না আজকে যখন আপনি ইউএসএ এবং সিরিয়াকে যুদ্ধের কারণে একটা টেবিলে বসাতে পারছেননা নর্থ কোরিয়া এবং ইউএসএকে একসাথে করতে পারছেননা ঠিক সেসময় আপনি কখনো পুরো পৃথিবী কে একসাথে নিয়ে পরিবেশ বিপর্যয়ের মোকাবিলা করতে পারেন না মাননীয় সভাপতি আজকে পরিবেশ বিপর্যয় ছাড়াও যে সকল সমস্যা আছে কোন সমস্যায় আপনি পুরো বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া পুরো বিশ্বে বৈশ্বিক সমস্যাগুলো কখনো মোকাবেলা করতে পারবেন না মাননীয় সভাপতি আজকে কেন মোকাবেলা করতে পারছি না আজকে আমরা রাষ্ট্র হিসেবে সকলকে একমত করতে পারছি না আজকে যখন অ্যামাজন পুড়ে যায় তখন সকল রাষ্ট্রের একসাথে মিটিংয়ে বসে এবং তারা স্বীকার করে যে এটা খুবই একটা দুঃখজনক ঘটনা এটা হওয়া উচিত ছিল না পরিবেশ বিপর্যয় মোকাবেলা করা জরুরি কিন্তু যখন মিটিং শেষে তারা তাদের দেশে ফিরে যায় তখন তারা সবকিছু ভুলে যায় কেন মাননীয় সভাপতি আজকে তাদের চুক্তিগুলো সফল হচ্ছে না চুক্তিতে তারা সবকিছু মেনে নিচ্ছে কিন্তু কার্যকর হচ্ছে না কেন মাননীয় সভাপতি এর পিছনের কারণটা হচ্ছে তাদের অগ্রাধিকার ভিন্নতা মাননীয় সভাপতি আজকে তাদের অধিকার টা কোথায় আজকে তাদের অগ্রাধিকার হচ্ছে দেশ হিসেবে একজন রাষ্ট্র হিসাবে আমি কিভাবে আমার জনমানুষের নিরাপত্তা দিবো জীবনের নিরাপত্তা দিবো অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দিবো আজকে যখন চীনে করোনাভাইরাস আক্রমণ করে তখন চীনের নিরাপত্তা থাকে কিভাবে আমি আমার অর্থনীতি টাকে ধ্বংস থেকে তুলে আনবো আর কিভাবে আমি আমার যে নাগরিকদের জীবনের নিরাপত্তা দিবো তার সে চীন মেনে নিয়েছে যে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে কিন্তু কখনই সেই এই তার জীবনের তার নাগরিকদের জীবনের নিরাপত্তা বাজি রেখে পরিবেশ নিয়ে কাজ করবেনা মাননীয় সভাপতি সে কখনো পরিবেশকে অগ্রাধিকার দিবে না এই জায়গায় মাননীয় সভাপতি আজকে আমরা তাদেরকে বৃহৎ স্বার্থে প্রথম বিশ্ব দ্বিতীয় বিশ্ব এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো কে সার্বজনীন সমস্যার জন্য সার্বজনীন একটা সমাধান দিতে পারছি না তাদেরকে একত্র করতে পারছি না এর পেছনে প্রধান কারণ হচ্ছে আজকে আমরা তাদেরকে তাদের মধ্যে মৈত্রীর মনোভাব আনতে পারছি না আজকে পুরা বিশ্বে আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারছি না মাননীয় সভাপতি

মাননীয় সভাপতি

আজকে যখন ইন্ডিয়ার মধ্যে দাঙ্গা হয় আজকে যখন দিল্লিতে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গায় মারা যাচ্ছে মানুষ মারা যাচ্ছে তখন মাননীয় সভাপতি হিন্দু মুসলিমদের মাথায় কখনো এটা আসবেনা আজকে আমার অস্ত্রিজেনের অভাব পড়েছে আমার আজকে গাছ লাগাতে হবে তারা কিভাবে এই দাঙ্গাটা নিরুপগ্ন করবে আজকে কিভাবে তারা দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে এটা তাদের প্রধান প্রধান অগ্রাধিকার থাকে মাননীয় সভাপতি

মাননীয় সভাপতি

আজকে আমি কি প্রমাণ করে দিয়ে যাব আজকে এই সার্বজনীন সমস্যা যেকোনো সার্বজনীন সমস্যা সমাধান করার জন্য আমাদেরকে এই একুশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ যেটা ফেস করতে হবে সেটা হচ্ছে আজকে পরিবেশ বিপর্যয় মোকাবেলা না পরিবেশ বিপর্যয় মোকাবেলা করার পূর্বশর্ত হচ্ছে আজকে পুরা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করতে হবে

মাননীয় সভাপতি কি জন্য আজকে যদি পুরো বিশ্ব শান্তি এবং মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করতে পারি তাহলে মাননীয় সভাপতি আজকে যেচুক্তি গুলো আছে সেই চুক্তিগুলো তারা মেনে নিবে মাননীয় সভাপতি প্রথম বিশ্ব গুলো তৃতীয় বিশ্বের জন্য কাজ করবে

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো প্রথম বিশ্বের জন্য কাজ করবে এভাবে

মাননীয় সভাপতি

পুরা বিশ্বে যে সার্বজনীন সমস্যা আছে সে সার্বজনীন সমস্যার সমাধান আসবে মাননীয় সভাপতি আজকের তাদের যে অগ্রাধিকারের বিষয়গুলো ছিল সে অগ্রাধিকার বিষয়টা পাল্টাবে তারা আজকে তাদের দেশের মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না আজকে দেশের যুদ্ধ নিয়ে চিন্তা করতে হবে না আজকে দেশের মৌলবাদ জঙ্গিবাদ নিয়ে চিন্তা করতে হবে না উগ্রবাদ নিয়ে চিন্তার করতে হবে না তারা আজকে ফোকাস করতে পারবে কিভাবে তারা শান্তিতে বেঁচে থাকতে পারবে

মাননীয় সভাপতি

পুরা বিশ্ব যখন একমত হবে পুরো বিশ্ব যখন একে অপরের জন্য এগিয়ে আসবে তখন মাননীয় সভাপতি মালদ্বীপ ডুবে গেলেও মালদ্বীপের নাগরিক আমেরিকাতে থাকতে পারবে নর্থ আমেরিকাতে যেটা সবচেয়ে উঁচু জায়গা মাননীয় সভাপতি এই জায়গায় লক্ষ্য করুন যখন পুরা বিশ্বে ঐক্য থাকবে যেকোনো সমস্যার আমরা সমাধান করতে পারো মালদ্বীপ ডুবে গেছে মালদ্বীপ এর বিকল্প আমরা একটা স্থান খুঁজে বের করতে হবে হয়তো দেখা যাবে পুরা বিশ্ব যখন একমত হবে পুরা বিশ্বে যখন মৈত্রী থাকবে তখন আমরা চাঁদে গিয়েও বসবাস করতে পারবো মাননীয় সভাপতি এটা কখনো অসম্ভব কল্পনার কোন কিছু নয় মাননীয় সভাপতি

মাননীয় সভাপতি দ্বিতীয়ত লক্ষ্য করুন আজকে যদি আমরা পুরো বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করি সক্রিয় ভাবে কিভাবে পরিবেশ বিপর্যয় মোকাবেলা হয় সেটা দেখিয়ে যাচ্ছি প্রথমত মাননীয় সভাপতি আজকে চুক্তিগুলো সফল হবে সেজন্য সক্রিয়ভাবে পরিবেশ বিপর্যয় মোকাবেলা হবে দ্বিতীয়ত মানুষের মধ্যে একটা ঐক্যবদ্ধ সমাধান হবে তৃতীয়ত মাননীয় সভাপতি ব আজকে দেখুন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যখন হিরোশিমা নাগাসাকির উপর বোমা বর্ষণ করা হয় তখন হিরোশিমা-নাগাসাকিতে আর কোন গাছ পালা জন্মাতে পারে না কোন স্বাভাবিক মানুষ জন্মগ্রহণ করতে পারেনা এই ধরনের পরিবেশ বিপর্যয় থেকে আমরা বেঁচে আসতে পারবো যখন বর্তমান বিশ্বে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আভাস আসছেএবং আমাদের প্রযুক্তি গুলো এত বেশি উন্নত মাননীয় সভাপতি যে যেকোনো পারোমানিক বোমা দিয়ে মুহূর্তে কোন অ্যামাজন অ্যামাজন জঙ্গল উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব

মাননীয় সভাপতি

মাননীয় সভাপতি দেখুন আজকে আমরা শরণার্থী সমস্যার কারণে আজকে রোহিঙ্গাদের দেখুন মাননীয় সভাপতি রোহিঙ্গাদের যখন জাতিগত নিধন হচ্ছিল তখন পুরা রোহিঙ্গা রাখাইন রাজ্যকে পুড়িয়ে দেয়া হচ্ছিল তখন যে মাননীয় সভাপতি কার্বন নিঃসরণ হচ্ছিল সে কার্বন নিঃসরণ থেকে আমরা বেঁচে আসতে পারবো রোহিঙ্গা পরবর্তী যখন বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে তখন মাননীয় সভাপতি তারা এই যে জীবন যাপনের জন্য পরিবেশের উপর হস্তক্ষেপ করে এই হস্তক্ষেপ থেকে আমরা বেঁচে আসতে পারবো

মাননীয় সভাপতি লক্ষ্য করুন

এখন যখন একটা যুদ্ধ হয় তখন ঐ এলাকাটা যুদ্ধরত এলাকাটা পুরো পৃথিবী থেকে আলাদা হয়ে যায় মাননীয় সভাপতি ওখানে কোন খাদ্য আপনি পাঠাতে পারেন না মাননীয় সভাপতি যখন আপনি কোন কোন খাদ্য পাঠাতে পারেন না তখন মাননীয় সভাপতি ওরা কি করে ওরা ওদের জীবন যাপনের জন্য পরিবেশের উপর হস্তক্ষেপ করে তারা গাছ কাটে মাননীয় সভাপতি তারা যেখানে সেখানে মলত্যাগ করে এভাবে মাননীয় সভাপতি এভাবে পুরা পরিবেশটাকে তারা দূষিত করে মাননীয় সভাপতি

এছাড়াও মাননীয় সভাপতি আজকে যে ক্ষেপণাস্রগুলো আছে মাননীয় সভাপতি পুরা বিশ্বে সে ক্ষেপণাস্রগুলো কারণে সে পরিবেশগুলো দূষিত হচ্ছে সেই ক্ষেপণাস্রগুলো পরিবেশ দূষণের কারণে অনেকাংশে মাননীয় সভাপতি আমরা

এই পরিবেশ বিপর্যয়টাকে রক্ষা করতে পারি না আজকে যদি আমি পরিবেশ বিপর্যয় নিয়ে কাজ করি পরিবেশ আমরা ঠিক করলাম কিন্তু মাননীয় সভাপতি দেখা যাবে সেকেন্ডের মধ্যে একটা পারোমানিক বোমা এসে সবকিছু শেষ করে দিচ্ছে মাননীয় সভাপতি তাই আশা করছি আজকে আমাদের একুশ শতকের সবচেয়ে বড় সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এ চ্যালেঞ্জটা হওয়া উচিত পুরা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা এই শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা যেকোন চ্যালেঞ্জ ফেস করতে পারব যে কোন সার্বজনীন চামড়া আমরা সমাধান করতে পারবো আশা করি এই প্রস্তাবটি আমাদের পক্ষে যাবে ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি ধন্যবাদ আপনার মাধ্যমে সকল দর্শক এবং শ্রোতাকে ধন্যবাদ

২

এখন যুক্তি থগনের পালা দু মিনিট করে দুপক্ষের বক্তারা সময় পাবেন প্রথমে বলবেন পক্ষের দল নেতা মোঃ ফেরদৌস খান নিপুন

৭

ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার আমাকে আবার বক্তব্য প্রদানের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য

মাননীয় সভাপতি প্যারিস এগ্রিমেন্ট ইউএসএ চুক্তিবদ্ধ না হওয়ার কারণ এটি নয় যে সেখানে চাইনিজ চায়না ছিল প্যারিস



এগ্রিমেন্টে চুক্তিবদ্ধ না হওয়ার একমাত্র কারণ হলো এই চুক্তির ব্যর্থতার মূল কারণ দ্বিপাক্ষিক দ্বন্দ্ব নয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং উৎপাদনশীলতা কেননা এই আমেরিকার বা চায়নার মতো দেশগুলো সবসময় নিজের উৎপাদন ব্যবস্থা এবং উৎপাদনশীলতাকে টিকিয়ে রাখতে চায় এবং বিশ্ববাজারে নিজেদেরকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করে অর্থাৎ এই বিশ্বে চায়না এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বটি বিরাজ করছে সে অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের কারণে যে পরিবেশ সমস্যা গুলো হচ্ছে সেই পরিবেশ সমস্যা গুলোর চাইতেও বর্তমান পৃথিবীতে প্রাকৃতিক উপায়ে যে পরিবেশ সমস্যাগুলো হচ্ছে যে সমস্যাগুলো শুধুমাত্র এই দুটো দেশের কার্বন নিঃসরণের জন্য হচ্ছে এই সমস্যাগুলো সমাধান করা অনেক বেশি প্রয়োজন দ্বিতীয়ত শান্তি মৈত্রী প্রতিষ্ঠা আমরা বিশ্বাস করি শান্তি মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করা এই পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় অনেক কঠিন একটা ব্যাপার কেননা এই শান্তি মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার ভাঙন ধরাতে হবে অর্থাৎ যে পুঁজিবাদী সমাজটা একশ বছর দুইশ বছর ধরে আজকের এই অবস্থানে এসেছেন এবং এই পুঁজিধারী দেশগুলো নিজেদেরকে শক্ত অবস্থান নিয়েছে সে শক্ত অবস্থানে তাদেরকে ভেঙে নিয়ে এসে নতুন করে শান্তি মৈত্রী আপনি প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না কেননা আপনাকে এই দুটো দেশের মধ্যকার চলমান দ্বন্দ্বগুলো রয়েছে সেই চলমান দ্বন্দ্বগুলো আপনার থামাতে হবে কিভাবে যে মুহূর্তে কিনা আপনি এই দুটো দেশের মধ্যকার মানুষগুলোকে পরিবেশ বিষয়ে সচেতন করতে পারবেন পরিবেশ বিষয়ে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বা নির্দিষ্ট আওতায় আনতে পারবেন তখনই কিনা আপনি সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারবেন আজকে ইউনাইটেড নেশন গ্রেটা থুনবার্গ এর মত মানুষজন পরিবেশ নিয়ে প্রতিটি বিশ্বের প্রতিটা মানুষকে এক করতে পারে কিভাবে তারা প্রতিটা দেশের এই পুঁজিবাদী দেশগুলোর সামনে এটা উপস্থাপন করতে পারে যে কেন আজকে পরিবেশ অনেক গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ শুধুমাত্র মানুষগুলোর অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের কারণে অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা টিকিয়ে রাখতে নিজেদের মধ্যে কোন চুক্তিতে যাবে না এমন নয় তাকে সচেতন করতে হবে তাকে এই বিষয়ে জানাতে হবে যে এই পরিবেশে সমস্যাটা সমাধান যদি না করতে পারে তবে সবচেয়ে বড় সমস্যা ফেস করতে হবে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আমার একটি কথা চলে যেতে হবে আমাদের চলে যাব তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঙ্গল এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার ধন্যবাদ সবাইকে

২

এখন বলবেন বিপক্ষ দলের দলনেতা সাদমান হোসেন

৮

ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি আমাকে পুনরায় কিছু বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য মাননীয় সভাপতি আমরা যখন প্রথমে এসে বলে যাই আজকে যদি আমরা পুরা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করি তাহলে আমাদের চ্যালেঞ্জটাও মোকাবেলা করা হবে পাশাপাশি তাদের চ্যালেঞ্জটা সহ বাকি পৃথিবীতে যে যেসকল বড় চ্যালেঞ্জ সকল চ্যালেঞ্জ এর সমাপ্তি ঘটবে মাননীয় সভাপতি সে জায়গা আমরা যখন তাদেরকে বলি যে আজকে যদি পরিবেশ বিপর্যয় আপনারা মোকাবেলা করেন তাহলে কিভাবে আপনার জীবনের আমাদের জীবনের নিরাপত্তা থাকবে কীভাবে আমরা যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে বেঁচে থাকব কিভাবে আমরা পুরো পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবো সেটা কোন ব্যাখ্যা তারা দিয়ে যেতে পারেনি অপরদিকে মাননীয় সভাপতি আমরা কি প্রমাণ করে দিয়ে গিয়েছি আমরা সু স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে দিয়ে গিয়েছি আজকে যদি পুরা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয় আজকে যদি পুরো বিশ্ব ঐক্য প্রতিষ্ঠা হয় তাহলে পরিবেশ বিপর্যয় এর মত যে সকল বিপর্যয় যে সকল সমস্যা এই শতাব্দীর এবং আগামী যে কোন শতাব্দীতে যে সকল বড় সমস্যা এসকল সমস্যার সমাধান দিতে পারব মাননীয় সভাপতি আজকে যখন তারা বলে পুঁজিবাদী সমাজের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা খুবই কষ্টকর ঠিক সেই জায়গায় কষ্টকর বলে আজকে এটা আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ মাননীয় সভাপতি এটা করা খুবই বেশি জরুরি আজকে যেহেতু পরিবেশ দূষণ মোকাবেলা করা একটা চ্যালেঞ্জ সেহেতু এই পরিবেশ দূষণ মোকাবেলা করা যেমন কষ্টকর যেহেতু পুরা পৃথিবী পরিবেশকে একসাথে একসাথে নিয়ে কাজ করতে হবে শুধুমাত্র আমরা একটা দেশ বা একটা এলাকার পরিবেশ নিয়ে কাজ করতে পারবো না ঠিক তেমনি আপনি কখনো নর্থ কোরিয়া তে গিয়ে তাদের পরিবেশ টাকে ঠিক করতে পারবেন না যেহেতু তাদের তাদের আছে তাদের সাথে ইউএসএর দ্বন্দ্ব এবং সংঘাতের কারণে তারা সেখানে কোন মিডিয়া কোন ধরনের মানুষকে যেতে দিচ্ছে না সে জায়গায় মাননীয় সভাপতি লক্ষ্য করুন আজকে তারা কি দেখিয়ে গেল তারা দেখিয়ে গেল তারা আজকে পরিবেশ বিপর্যয় মোকাবেলা করবে তারা আজকে কার্বন কমাতে কিন্তু মাননীয় সভাপতি কিভাবে কমাতে তার কোন প্রক্রিয়া তারা দেখিয়ে গেল না কোন যুক্তিতে কম হবে তার কোন প্রক্রিয়া দেখা গেল না আমরা কি দেখিয়ে গেলাম আজকে যদি পরিবেশ বিপর্যয় মোকাবেলা করতে হয় পুরা পৃথিবীতে এক সাথে আনতে হবে পুরো পৃথিবী যেহেতু একটা বৈশ্বিক সমস্যা পুরা পৃথিবী এক সাথে আনতে হবে তবে তারা কিভাবে করবে দেখিয়ে যায়নি মাননীয় সভাপতি আমরা দেখিয়ে গেলাম আজকে যদি পুরো বিশ্বকে একসাথে পড়া যায় পুরো বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহলে সক্রিয় ভাবে যেকোন সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে সক্রিয়ভাবে পরিবেশ বিপর্যয়ের মোকাবিলা হয়ে যাবে মাননীয় সভাপতি ভারতে যে সমস্যাটা হয়েছে জাতিগত দ্বন্দ্ব এবং জাতিগত জাতিগত অনৈক্যের কারণে ভারতে আজকে পরিবেশের দূষণ হচ্ছে আজকে ভারতে দাঙ্গা ফ্যাসাদ হচ্ছে পুরো রাজপথ আজকে রঞ্জিত মাননীয় সভাপতি ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি আশা করছি আজকে প্রস্তাবটা আমাদের পক্ষে যাবে

ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি ধন্যবাদ সবাইকে

২

আমরা এতক্ষণ প্রথম বাংলাদেশ টেলিভিশন কলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতা উপরে শুনলাম বিষয়বস্তু ছিল পরিবেশ বিপর্যয় মোকাবিলা এ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ পক্ষে বলেছেন আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ এবং বিপক্ষে বলেছেন সরকারি কমার্স কলেজ দু'পক্ষ অত্যন্ত চমৎকারভাবে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেছে দুটো জিনিসের সমান্তরালে দরকার একটি হল পরিবেশকে সংরক্ষণ করা আবার পরিবেশকে সংরক্ষণ করতে গেলে আন্তর্জাতিকভাবে আমাদের শান্তি প্রতিষ্ঠা করার এবং পলিটিক্যাল কমিটমেন্ট করা অত্যন্ত জরুরি আমার মনে হয় ইতিমধ্যে বিস্তৃত বিচারকগণ ফলাফল প্রস্তুত করেছেন ফলাফল ইতিমধ্যে আমার হাতে এসে পৌঁছেছে আমরা দেখেছি বিজয়ী দল আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ ঢাকা শ্রেষ্ঠ বিতর্কিক সাদমান হোসেন দুই পক্ষে অত্যন্ত চমৎকার বলেছে আমি দু'পক্ষকে ধন্যবাদ জানাই এবং বিস্তৃত বিচারকগণকেও ধন্যবাদ জানাই এই ফলাফলটি অত্যন্ত নিখুঁত ভাবে উপস্থাপন করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ